

“সৌভাগ্যময় জীবনের উপকারী উপায়সমূহ” বইয়ের সার – সংক্ষেপ:

লেখক: আব্দুর রহমান বিন নাসের আস-সাদী (১৩০৮- ১৩৭৬ হি:), তাঁর সমসাময়িক বিখ্যাত আলেমদের মাঝে অন্যতম এবং মুহাক্কিক ইমামদের মাঝে একজন।

লেখার কারন: ১৩৭৩ হিজরীতে লেখক যখন চিকিৎসার উদ্দেশ্যে লেবানন সফর করেন, তখন সেখানে আমেরিকান লেখক ডেল কার্ণেগীর একটি বই পড়েন যার নাম (দুঃশিক্ষা পরিত্যাগ করুন এবং জীবন শুরু করুন), বইটি তার খুবই পছন্দ হয় এবং তিনি সেই আলোকেই এই বইটি রচনা করেন।

(১) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং সৎ কর্ম করা: ঈমান আল্লাহর নির্ধারন/বন্টনের উপর ধৈর্য্য, সন্তুষ্টি ও পরিতৃপ্ততার পথ প্রদর্শন করে।

(২) কথা ও কাজের মাধ্যমে সৃষ্টি জীবের উপর ইহসান করা: কেননা কল্যান কল্যান নিয়ে আসে এবং অকল্যান দূও করে।

(৩) কাজ অথবা উপকারী ইলমে ব্যস্ত থাকা: কেননা এটা অন্তরকে দুঃশিক্ষামূলক বিষয় থেকে দূরে রাখে।

(৪) দৈনন্দিন কাজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকা: সুতরাং অতীত বা ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হওয়া যাবে না। নাবী (সা:) আল্লাহর নিকটে অতীত ও ভবিষ্যতের দুঃশিক্ষা থেকে আশ্রয় চাইতেন।

(৫) বেশী বেশী আল্লাহ তা'য়ালার জিকির করা: কেননা আল্লাহর জিকির অন্তরে প্রশান্তি নিয়ে আসে।

(৬) আল্লাহর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামাতগুলি গণনা করা: কেননা এর মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় সহজ হবে এবং দুঃশিক্ষা দূর হবে।

(৭) প্রত্যেকের জন্য তার থেকে নিম্নস্তরের মানুষের দিকে দৃষ্টি দেয়া: কেননা এর মাধ্যমে সে নিজের বর্তমান অবস্থার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করতে সক্ষম হবে, এবং তার দুঃশিক্ষা দূর হবে।

(৮) অতীত ভুলে যাওয়া: কেননা অতীতকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব, এবং তা নিয়ে ব্যস্ত থাকা পাগলামী।

(৯) আল্লাহর নিকটে দুআ করা: যেমন দীন, দুনিয়া ও আখেরাতকে বিশুদ্ধ করার দু'আ করা, যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

(১০) সর্বাধিক খারাপ সম্ভাবনার ব্যাপারে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা: এক্ষেত্রে বাস্তবে বিপদটি সংঘটিত হলে হালকা মনে হবে, তাছাড়া বিপদ সংঘটিত হলে তা হালকা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

(১১) বিরামহীন কল্পনা ও খেয়াল-খুশিতে মগ্ন না থাকা: কেননা কল্পনা খারাপ চিন্তা নিয়ে আসে, খারাপ কিছু ঘটান প্রতিক্ষা সৃষ্টি করে, তাছাড়া এটি মানসিক অসুস্থতায় পতিত হওয়ার কারন।

(১২) আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরশীল হওয়া, তার উপর তাওয়াক্কুল করা: আল্লাহ তা'আলা বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল করবে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।

(১৩) অন্যের অপরাধ বা ভুলগুলো সহ্য করা এবং তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করা: প্রত্যেকটি মানুষের মাঝে কিছু দোষ,ত্রুটি বা এমন কোন বিষয় থাকে যা অন্যকেউ অপছন্দ করে, সুতরাং সর্বাবস্থায় তার ভালো গুন গুলির দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত।

(১৪) তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ব্যস্ত না থাকা: বিপর্যয় ও বড় বিপদ সমূহ মোকাবেলায় যত বেশী নিজেকে প্রস্তুত করা হবে, ছোট বিষয়গুলি উপেক্ষা করা ততবেশী সহজ হবে।

(১৫) জীবন সংক্ষীপ্ত: জীবন সংক্ষীপ্ত হলেও সৌভাগ্যময় ও প্রশান্তিমূলক জীবনই প্রকৃত জীবন, সুতরাং দুঃশিন্তা ও বিষন্নতায় একে আরো ছোট করে আনা যাবে না।

(১৬) অত্যাধিক উৎকর্ষা একটি ভ্রম, যার কোন বাস্তবতা নেই: কেননা উদ্বেগপূর্ণ অধিকাংশ বিষয়ই সংঘটিত হয় না, সুতরাং এই দুর্বল সম্ভাবনাকে প্রবল সম্ভাবনার উপর প্রাধান্য দেয়া যাবে না।

(১৭) মানুষের আচরণে বিরক্ত হওয়া যাবে না: মানুষের আচরণ তার নিজের উপরই বর্তাবে, তাদের এই আচরণ নিয়ে ব্যস্ত থাকলে এটি তাদের মতো অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্থ করবে।

(১৮) আপনার জীবন আপনার চিন্তার অনুগামী: সুতরাং আপনার চিন্তা যদি এমন বিষয়ে হয় যা আপনার দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ হবে তাহলে আপনার জীবন সৌভাগ্যময়, অন্যথায় এটি বিপরীত ফলাফল বয়ে আনবে।

(১৯) মানুষের কৃতজ্ঞতার অপেক্ষা করবেন না: যখন আপনি কারো উপকার করলেন তখন বিষয়টি আপনার ও আল্লাহর মাঝের পারস্পরিক বিষয়, এক্ষেত্রে বান্দার কৃতজ্ঞতার পরোয়া করবেন না।

(২০) উপকারী কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন: ক্ষতিকারক কাজ দুঃশিন্তা নিয়ে আসে, সুতরাং উপকারী কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন।

(২১) সকল কাজ অবিলম্বে সামাধানের চেষ্টা করুন: কোন কাজ যদি সময়মতো শেষ না করেন তাহলে পূর্ববর্তী কাজের সাথে পরবর্তী কাজ সংযুক্ত হয়ে গোলোযোগ সৃষ্টি করবে।

(২২) গুরুত্বপূর্ণ কাজকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ সমূহকে সুবিন্যাস্ত করুন: সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজকে সবার আগে প্রাধান্য দিন, যে কাজে বেশী আত্মহ আছে সেটি নির্ধারণ করুন, যেন বিতৃষ্ণা চলে না আসে। পরামর্শ চান, কেননা পরামর্শ চাওয়ায় কোন লজ্জা নেই।

